সততা সংঘ গঠনতন্ত্র

ও

কার্য-নির্দেশিকা ২০১৫

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	সংঘের নাম ও ধরণ	১
২.	সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
৩.	গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার অধীন সংজ্ঞা	১
৪.	দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়িত্ব	২
৫.	সংঘের কার্যালয়ের ঠিকানা	২
৬.	সংঘের অধিক্ষেত্র	২
৭.	সংঘের গঠন	৩
৮.	সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৬
৯.	তহবিল	৬
১০.	সংঘের সদস্যগণের পদত্যাগ	৬
১১.	সদস্যগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৭
১২.	সদস্য পদের অবসান	৭
১৩.	সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তি	৮
১৪.	সংঘের মেয়াদ	৮
১৫.	সংঘের কর্ম-পরিধি ও কর্ম পদ্ধতি	৮
১৬.	সংঘের বর্জনীয় বিষয়সমূহ	৯
১৭.	সংঘের সভা ও কার্য পদ্ধতি	৯
১৮.	পরামর্শক কাউন্সিল গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
১৯.	সংঘের বিরোধ	১২
২০.	সংঘের রেকর্ড সংরক্ষণ	১২
২১.	গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা সংশোধন	১২
২২.	গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	১২

সততা সংঘ গঠনতন্ত্র
ও
কার্য-নির্দেশিকা ২০১৫

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা-২০১০ এর ১৮(ক), (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে "সততা সংঘ" (Integrity Unit) গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের আলোকে দেশব্যাপী ইতোমধ্যেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "সততা সংঘ" (Integrity Unit) গঠিত হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব স্ব কর্ম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথা স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেসকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে জেলা/উপজেলা/মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সততা সংঘ কাজ করবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত 'সততা সংঘ (Integrity Unit)' এর কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার নিমিত্ত এই গঠনতন্ত্র প্রণীত হল। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭ (ট) এর বিধান অনুযায়ী 'সততা সংঘ ও পরামর্শক কাউন্সিল'-এর জন্য নিম্নরূপভাবে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হ'ল:

১। **সংঘের নাম ও ধরণ :**

এই সংঘের নাম 'সততা সংঘ' হবে। এই সংঘ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক ও অরাজনৈতিক হবে।

২। **সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

(ক) নিজে সৎ থাকা এবং অন্যদের মাঝে সৎ থাকার চেতনা সৃষ্টি করা;
(খ) দুর্নীতি প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩। **গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকার অধীন সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্রের অধীনে:

(ক) 'কমিশন' বলতে দুর্নীতি দমন কমিশন;

(খ) 'আইন' বলতে 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪' (২০০৪ সালের ৫ নং আইন);

(গ) 'সংঘ' অর্থ 'সততা সংঘ' ও কাউন্সিল অর্থ 'পরামর্শক কাউন্সিল';

(ঘ) আইনে অন্যান্য শব্দ বা বাক্য দ্বারা যে অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে এ কার্য-নির্দেশিকা/গঠনতন্ত্রে সে অর্থেই উক্ত শব্দ বা বাক্য প্রযোজ্য হবে।

৪। **দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়িত্ব :**

(ক) সততা সংঘের জন্য সাধারণ শ্লোগান তৈরী করা;

(খ) সততা সংঘের সদস্যদের পরিচয়পত্র প্রদান করা;

(গ) সততা সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যদের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ সনদপত্র প্রদান করা;

(ঘ) সততা সংঘের কার্যক্রমের ভিত্তিতে জেলা ভিত্তিক "শ্রেষ্ঠ সততা সংঘ"কে পুরস্কৃত করা;

(ঙ) সততা সংঘের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

৫। **সততা সংঘের কার্যালয়ের ঠিকানা ও লোগো :**

(ক) কমিশনের সংশ্লিষ্ট সজেকার উপপরিচালকের সম্মতিক্রমে সংঘ স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোন স্থান থেকে কার্য পরিচালনা করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে;

(খ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সততা সংঘের একটি স্বতন্ত্র লোগো থাকবে;

(গ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সততা সংঘের একটি স্বতন্ত্র পতাকা থাকবে।

৬। **সততা সংঘের অধিক্ষেত্র :**

সততা সংঘের কর্ম এলাকা স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে কমিশনের নির্দেশক্রমে যে কোন স্থান এর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

৭। **সংঘের গঠন :**

(ক) প্রতিটি সততা সংঘের ১১(এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্য নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

(খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং পরামর্শক কাউন্সিলের সহযোগিতায় গঠনতন্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

(গ) স্কুল/মাদ্রাসা পর্যায়ে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৮ (আট) জন ছাত্র-ছাত্রী সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে। এক্ষেত্রে, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণী থেকে একজন করে এবং ৮ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দুইজন করে সদস্য মনোনীত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে মেধাতালিকার ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী দু'জন, ১ম বা ২য় স্থান অধিকারীগণ অনিচ্ছুক/অনাগ্রহী হলে ৩য় স্থান অধিকারী এবং ৪র্থ স্থান অধিকারী এভাবে ক্রমান্বয়ে ১০ম স্থান অধিকারীদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে মেধা তালিকায় অর্জিত স্থান না থাকলেও পরামর্শক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে যে কোন উৎসাহী ছাত্র ছাত্রীর জন্য এই সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে কোন বাধা থাকবে না। সততা সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক সামাজিক কার্যক্রমে উৎসাহী এবং নিজেদের সম্পৃক্ত রাখতে আগ্রহী তাদেরকেই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

অবশিষ্ট ৩ (তিন) জন সদস্য নিম্নরূপভাবে নির্বাচিত হবে:

১. ক্রীড়া ক্ষেত্রে পারদর্শী	১ (এক) জন।
২. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারদর্শী	১ (এক) জন।
৩. সাংগঠনিক কাজে পারদর্শী	১ (এক) জন।

(ঘ) কলেজ পর্যায়ে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণী থেকে দু'জন করে মোট ৪(চার) জন, স্নাতক ১ম বর্ষ থেকে দুইজন এবং ২য় ও ৩য় বর্ষ থেকে একজন করে দু'জন মোট ৪ (চার) জন (প্রত্যেক শ্রেণী থেকে ক্লাস ক্যাপ্টেনসহ, যদি থাকে), সব মিলিয়ে মোট ৮ (আট) জন সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে। উল্লেখ্য, যদি কোন কলেজে শুধুমাত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

পর্যন্ত থাকে, সেক্ষেত্রে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী থেকে চারজন করে মোট ০৮ (আট) জন মনোনীত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে মেধাতালিকার ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী দু'জন, ১ম বা ২য় স্থান অধিকারীগণ অনিচ্ছুক/অনাগ্রহী হলে ৩য় স্থান অধিকারী এবং ৪র্থ স্থান অধিকারী এভাবে ক্রমান্বয়ে ১০ম স্থান অধিকারীদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে সততা সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক সামাজিক কার্যক্রমে উৎসাহী এবং নিজেদের সম্পৃক্ত রাখতে আগ্রহী তাদেরকেই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

অবশিষ্ট ৩ (তিন) জন সদস্য নিম্নরূপভাবে নির্বাচিত হবে:

১. ক্রীড়া ক্ষেত্রে পারদর্শী ১ (এক) জন।

২. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারদর্শী ১ (এক) জন।

৩. সাংগঠনিক কাজে পারদর্শী ১ (এক) জন।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দ্বাদশ (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণী থেকে চারজন করে মোট ০৮ (আট) জন মনোনীত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে মেধাতালিকার ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী দু'জন, ১ম বা ২য় স্থান অধিকারীগণ অনিচ্ছুক/অনাগ্রহী হলে ৩য় স্থান অধিকারী এবং ৪র্থ স্থান অধিকারী এভাবে ক্রমান্বয়ে ১০ম স্থান অধিকারীদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে সততা সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক সামাজিক কার্যক্রমে উৎসাহী এবং নিজেদের সম্পৃক্ত রাখতে আগ্রহী তাদেরকেই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

অবশিষ্ট ৩ (তিন) জন সদস্য নিম্নরূপভাবে নির্বাচিত হবে:

১. ক্রীড়া ক্ষেত্রে পারদর্শী ১ (এক) জন।

২. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারদর্শী ১ (এক) জন।

৩. সাংগঠনিক কাজে পারদর্শী ১ (এক) জন।

(চ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধানগণ নিজ নিজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ষ/ব্যাচ থেকে মোট ৮ (আট) জনকে সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করবেন।
উল্লেখ্য যে, সততা সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক সামাজিক কার্যক্রমে উৎসাহী এবং নিজেদের সম্পৃক্ত রাখতে আগ্রহী তাদেরকেই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

অবশিষ্ট ৩ (তিন) জন সদস্য নিম্নরূপভাবে নির্বাচিত হবে:

১. ক্রীড়া ক্ষেত্রে পারদর্শী	১(এক) জন।
২. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারদর্শী	১ (এক) জন।
৩. সাংগঠনিক কাজে পারদর্শী	১ (এক) জন।

(ছ) সংঘের কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে শ্রেণী জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন সভাপতি, সর্বোচ্চ দুই জন সহ-সভাপতি (ন্যূনপক্ষে একজন ছাত্রী সদস্য, যদি থাকে), একজন সাধারণ সম্পাদক এবং একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, একজন দপ্তর সম্পাদক ও অন্যরা কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবেন।

(জ) সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Co-education) ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রী সদস্য অর্ন্তভুক্ত করাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের সকল শিক্ষার্থী (৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত) সততা সংঘের সাধারণ সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

(ঞ) **সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো ঃ**

সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হবে:

(ক) সভাপতি	০১ জন
(খ) সহ-সভাপতি	০২ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
(ঙ) কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
(চ) সদস্য (ক্লাস ক্যাপ্টেনসহ) যদি থাকে	০৫ জন
	মোট = ১১ জন

৮। সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা :

যোগ্যতা :

(ক) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে।

(খ) সততা, উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, অধূমপায়ী ও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক সামাজিক কাজে আগ্রহী হতে হবে।

অযোগ্যতা :

(গ) কোন ছাত্র-ছাত্রী সংঘের সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংঘের সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি সংঘের-

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষার্থী না হন;

(২) কোন রাজনৈতিক দলের কিংবা অঙ্গ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হন;

(৩) কোন ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হন অথবা আদালত কর্তৃক দন্ডিত হন;

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে দন্ডিত হয়ে থাকেন।

(৫) অনৈতিক কোন কর্মকান্ডে জড়িত থাকেন বা হন।

৯। তহবিল :

সংঘের তহবিল নিম্নরূপভাবে গঠিত হবেঃ

(ক) কমিশন কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিচালনার নিমিত্ত কমিটির অনুকূলে সময়ে সময়ে বরাদ্দকৃত আর্থিক সহায়তা;

(খ) কমিশনের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) পরামর্শক কাউন্সিল/দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নিজস্ব অনুদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে প্রদত্ত অনুদান।

১০। সদস্যগণের পদত্যাগ :

সংঘের যে কোন সদস্য ন্যূনপক্ষে ১ (এক) মাসের নোটিশের মাধ্যমে 'পরামর্শক কাউন্সিল' বরাবর লিখিত পত্র দ্বারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন। পরামর্শক কাউন্সিল অনতিবিলম্বে দুর্নীতি দমন কমিশনের সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির (CPC) মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালককে স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিষয়টি অবহিত করবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শক কাউন্সিল উক্ত শূণ্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এরূপ শূণ্যপদ ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

১১। **সদস্যগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা গ্রহণ :**

(ক) সততা সংঘের কোন সদস্য যদি কমিশনের বিবেচনায় :

(১) ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, গঠনতন্ত্র কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয় লঙ্ঘন করেন; অথবা;

(২) কমিশন/দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির জন্য মানহানিকর এমন কোন কাজ করেন বা কমিশনের নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে কার্য-নির্দেশিকার বিধান অনুযায়ী পরামর্শক কাউন্সিল যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণ করবেন।

(খ) সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের (সজেকা) উপপরিচালকগণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি বা পরামর্শক কাউন্সিল যুক্তিযুক্ত মনে করলে সততা সংঘের অভিযুক্ত সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ দিবেন।

১২। **সদস্য পদের অবসান :**

নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে সংঘের সদস্য পদের অবসান হবে:

(ক) এ কার্য-নির্দেশিকা অনুসারে অযোগ্য ঘোষিত হলে;

(খ) সদস্য পদের যোগ্যতা হারালে;

(গ) পদত্যাগ করলে;

(ঘ) নৈতিক ভ্রষ্টাচারের অপরাধে অভিযুক্ত হলে অথবা আদালত কর্তৃক দন্ডিত হলে;

(ঙ) মেয়াদ শেষ হলে; সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হলে;

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করলে;

(ছ) কমিশন স্বীয় বিবেচনায় কোন সদস্যকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে;

(জ) সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন সদস্য পর পর ৩ (তিন) টি মাসিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

১৩। **সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তি :**

সংঘের শূন্য পদে সদস্য অন্তর্ভূক্তি এবং নতুনভাবে সততা সংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরামর্শক কাউন্সিল দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির পরামর্শক্রমে সংঘ পুনর্গঠনসহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। পুনর্গঠিত তালিকা ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৪। **সততা সংঘের মেয়াদ :**

সংঘের সুনির্দিষ্ট কোন মেয়াদ থাকবেনা। সদস্যগণের অব্যাহতি হলে নতুন সদস্য গঠনতন্ত্র অনুয়ায়ী নিয়মিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে।

১৫। **সংঘের কর্ম পরিধি ও কর্ম পদ্ধতি :**

(ক) দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততা সংঘের সদস্যগণ দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রচারণামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এই কর্মসূচীর মধ্যে বক্তৃতা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা মতবিবিময় সভা, আলোচনা সভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত থাকবে;

(খ) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে সমন্বয়পূর্বক দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও অংশ গ্রহণ;

(গ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি 'সততা সংঘ'-এর শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

(ঘ) সময়ে সময়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঙ) গৃহীত কার্যক্রম সুচারুরুপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) অহিংস পদ্ধতিতে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কর্মসূচী পরিচালনা;

(ছ) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন/সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয় উপপরিচালক/দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির দিক নির্দেশনা অনুসরণ;

(জ) সততা সংঘের জন্য তৈরিকৃত শপথবাক্য এ্যাসেম্বলিতে নিয়মিত পাঠ;

(ঝ) সকল প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে সততা সংঘের ব্যাজ ও আইডি কার্ড ধারণ।

(ঞ) পরামর্শক কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে সততা সংঘের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৬। **সংঘের বর্জনীয় বিষয়সমূহ :**

সংঘ অথবা এর সদস্যগণ-

(ক) কমিশনের অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন কার্য হতে বিরত থাকবেন;

(খ) অসামাজিক সকল কার্য হতে বিরত থাকবেন;

(গ) ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবেন না।

১৭। **সংঘের সভা ও কার্য পদ্ধতি :**

(ক) সংঘ স্ব-উদ্যোগে অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কিংবা সজেকার উপ-পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন। সভাপতি সভার আলোচ্যসূচী, স্হান ও সময় নির্ধারণ করবেন।

(খ) নিয়মিত কাজের অংশ হিসাবে সংঘ প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে একটি সভা করবেন।

(গ) সভায় সংঘের সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(ঘ) সভাপতি সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়াদি বিবেচনা করে দ্রুততার সাথে এবং সন্তোষজনকভাবে সভা পরিচালনা করবেন।

(ঙ) ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(চ) সভার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। কোন সদস্য কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে মতামত রাখলে তা সিদ্ধান্ত বইতে উল্লেখ রাখার দাবী করতে পারবেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ছ) সভার কার্যবিবরণী ভিন্ন একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হবে। ঐ রেজিষ্টারে উপস্থিত সদস্যগণের নাম, মন্তব্য (যদি থাকে) এবং সভার বিষয়াবলী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকবে এবং তা পরবর্তী সভায় পুনরায় পঠিত ও নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৮। **পরামর্শক কাউন্সিল গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

(ক) ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল গঠিত হবে। এতে একজন শিক্ষিকাসহ (যদি থাকে) ০৩ (তিন) জন শিক্ষক প্রতিনিধি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির ০১ জন অভিভাবক সদস্য ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ০১ (একজন) সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে পরামর্শক্রমে এ কমিটি গঠন করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান পদাধিকারবলে এ পরামর্শক কাউন্সিল এর প্রধান হবেন অথবা তিনি ভিন্ন একজন আগ্রহী ও যোগ্য শিক্ষককে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন।

(খ) পরামর্শক কাউন্সিল গঠন :

পরামর্শক কাউন্সিলের কাঠামো নিম্নরূপ হবে:

(১) সভাপতি	- (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান)	০১ জন
(২) সদস্য	- দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য	০১ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক		০১ জন
(৪) সদস্য	-স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য	০১ জন
(৫) সদস্য	-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক	০১ জন

(গ) পরামর্শক কাউন্সিল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) পরামর্শক কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই করবেন ও তাদের সমন্বয়ে "সততা সংঘ" গঠন ও পূনর্গঠন করবেন।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণে সহযোগিতা করবেন।

(৩) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী বক্তৃতা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

(৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভা ও আলোচনা সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

(৫) সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে সময়ে সময়ে দুর্নীতি বিরোধী পদযাত্রার আয়োজন করবেন।

(৬) দুর্নীতি বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উন্নত নৈতিকতা গঠনে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

(৭) সততা সংঘের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(৮) তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তা প্রদর্শণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) গঠিত "সততা সংঘ"- এর কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হলে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

(১০) সততা সংঘ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

(১১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "সততা সংঘ"- এর সদস্যদের মাঝে সার্বক্ষণিক তদারকি অব্যাহত রাখবেন;

(১২) শপথবাক্য এ্যাসেমব্লিতে নিয়মিত পাঠ করা হচ্ছে কি-না পরামর্শক কাউন্সিল তদারকি করবেন।

১৯। সংঘের বিরোধ :

সংঘের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট কোন বিরোধ সংঘের সভায় নিষ্পত্তি করতে না পারলে উক্ত সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য, পরবর্তীতে ভিন্নরূপ কোন আইন বা বিধি বা কার্য-নির্দেশিকা প্রণীত বা প্রবর্তিত না হলে এই কার্য-নির্দেশিকা অনুযায়ী পরামর্শক কাউন্সিলের নিকট পেশ করতে হবে। পরামর্শক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকের নিকট আবেদন পেশ করতে পারবেন। কমিশনের পক্ষে উপপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২০। সংঘের রেকর্ড সংরক্ষণ :

(ক) সভাপতির তত্ত্বাবধানে সংঘের সাধারণ সম্পাদক সমুদয় রসিদ, দলিল ও হিসাব বইসহ যাবতীয় হিসাবাদি সংরক্ষণের ব্যবস্হা করবেন।

(খ) সংঘের সাধারণ সম্পাদক সমূদয় কর্মসূচীর দলিলাদি ও এর হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং মেয়াদান্তে তার স্থলাভিষিক্ত সাধারণ সম্পাদকের নিকট হস্তান্তর করবেন।

(গ) কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় সংঘের রেকর্ড পরিদর্শন করতে পারবেন।

২১। গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা সংশোধন :

কমিশন সময়ে সময়ে এ গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

২২। গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার ব্যাখ্যা :

এই গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার কোন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/১৬-৩০৩৪কম(সি-১)—১,০০,০০০ বই, ২০১৫।